



## 36432 - কেরবানীর পরচিয় ও হুকুম

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: কেরবানী বলতে কী বুঝায়? কেরবানী করা কি ওয়াজবি না সুন্নত?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেরবানী: ঈদুল আযহার দিনগুলিতে আল্লাহর নকৈট্য লাভের উদ্দেশ্যে আনআম শ্রণীর (উট, গরু, ভড়ো বা ছাগল) প্রাণী জবাই করা।

কেরবানী ইসলামের একটি নিদির্শন। কেরবানীর বধিান আল্লাহর কতিাব, রাসূলের সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

### কতিাব:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কাজহে আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন”[সূরা কাউছার, আয়াত: ২]

২। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “বলুন, আমার সালাত, আমার নুসুক (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্ম”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৬২] সাঈদ বনি যুবায়ের বলেন: নুসুক হচ্ছে- কুরবানী। কারণে কারণে মতে, নুসুক সকল ইবাদতকহে বুঝায়; এর মধ্যে কুরবানীও অন্তর্ভুক্ত। শেষেক্ত তাফসিরটি ব্যাপকতর।

৩। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমরা প্রত্যকে সম্প্রদায়ের জন্ম ‘মানসাক’ এর নিয়ম করে দিচ্ছে; যাত তনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যসেব চতুষ্পদ জন্তু দিচ্ছেনে, সসেবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, কাজহে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিনি বনীতদেরকে।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৪]

### সুন্নাহ:

১। সহহি বুখারী (৫৫৫৮) ও সহহি মুসলমি (১৯৬৬) আনাস বনি মালকে (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসছে- “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকালো রঙের দুইটি মশে দিযে কেরবানী দিযেছেন। তনি মশেরে পাঁজরের উপর পা রেখে



বসিমল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে নজি হাতে জবাই করছেন।”

২। আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশবছর মদনিততে ছিলেন ও কোরবানী দিয়েছেন।”[মুসনাদে আহমাদ (৪৯৩৫), সুনানে তরিমযিহি (১৫০৭), আলবানী ‘মশিকাতুল মাসাবীহ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

৩। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মাঝে কুরবানীর পশু বিতরণ করছিলেন। উকবার ভাগে একটি জযিআ (ছয় মাস বয়সী ভেড়া) পড়ল। উকবা বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি জযিআ পয়েছি। তিনি বললেন: এটা দিয়ে কোরবানী কর।”[সহিহ বুখারী (৫৫৪৭)]

৪। বারা বনি আযবে (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি (ঈদরে) নামাযের পর জবাই করল তার নুসুক (ইবাদত) পূর্ণ হয়েছে এবং সে মুসলমানদের আদর্শ অনুসরণ করল।”[সহিহ বুখারী (৫৫৪৫)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজি কোরবানী করছেন, তাঁর সাহাবীবর্গ কোরবানী করছেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, কোরবানী করা মুসলমানদের আদর্শ।

তাই মুসলিম উম্মাহ ইজমা করছে যে, কোরবানী শরয়ি বিধান। একাধিক আলমে এই ইজমা উদ্ধৃত করছেন।

তবে, আলমেগণ কোরবানীর হুকুম নিয়ে মতভেদে করেন; কোরবানী করা কি ওয়াজবি নাকি সুন্নত?

জমহুর আলমের মতে, কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি ইমাম শাফয়েরি মাযহাব এবং প্রসিদ্ধি বর্ণনানুযায়ী ইমাম মালকে ও ইমাম আহমাদের মাযহাব।

অপর একদল আলমের মতে, কোরবানী করা ওয়াজবি। এটি ইমাম আবু হানফির মাযহাব এবং এক বর্ণনাততে ইমাম আহমাদের মত হিসেবেও উল্লেখ আছে। ইবনে তাইমিয়া এই মতটিকে গ্রহণ করছেন। তিনি বলেন: এ মতটি ইমাম মালকের মাযহাবের দুইটি অভিমতের একটি কিংবা তাঁর মাযহাবের সুস্পষ্ট অভিমত এটাই।[শাইখ উছাইমীনরে ‘আহকামুল উদহয়িয়াহ ওয়ায যাকাত’ পুস্তকি থেকে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন বলেন: “সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অতএব, প্রত্যকে ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ থেকে ও পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানী দবে।[ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (২/৬৬১)]

আল্লাহই ভাল জানেন